সংবাদ
08 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ঢাবির ফার্স্ট ক্লাস কেলেঙ্কারি

শাস্তির নামে অভিযুক্ত শিক্ষকদের রেহাই দেয়া হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৫২ ফার্স্টক্লাস কেলেঙ্কারি ঘটনায় বিভাগের অধ্যাপক আতাউর রহমানসহ জড়িত ৪ শিক্ষক রেহাই পেয়ে গেলেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুই'শ শিক্ষার্থীর টেবুলেশন সিটে কাটাছেঁড়া, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতি না নিয়ে থার্ড এক্সামিনারের কাছে খাতা পাঠানোসহ বহু গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা কমিটির ওই ৪ শিক্ষককে নামমাত্র শাস্তি দেয়া হয়েছে। শাস্তির নামে অধ্যাপক আতাউর রহমানসহ ওই ৪ শিক্ষককে রেহাই দেয়া হয়েছে বলে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভিযোগ। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সিদ্ধান্তকে গুরু পাপে লঘু শাস্তি দেয়া হয়েছে বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লোমহর্ষক ও নজিরবিহীন এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নাটের গুরুদের বাঁচাতেই সিন্ডিকেটে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, ৫২ ফার্স্ট ক্লাসের ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান কমিটির তদন্তে বহু অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলেও এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরীক্ষা শুরু আগেই শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তোলেন। পরে এ অভিযোগের প্রমাণও পায় তদন্ত কমিটি।

অভিযুক্ত : পৃ: ১১ ক: ৭

অভিযুক্ত : শাস্তির

(১২ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র জাপান স্টাডি সেন্টারে নিয়ে যান অধ্যাপক আতাউর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী, পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র থাকবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে। গত বুধবার উপাচার্য সাংবাদিকদের জানান, টেবুলেশন সিটে কোন মার্কস টেম্পারিং-এর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সূত্রে জানা গেছে, টেবুলেশন সিটে ব্যাপক কাটাছেঁড়া ছিল। বিভাগের ২৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই'শ শিক্ষার্থীর টেবুলেশন সিটে ছিল কাটাছেঁড়া। গুরুতর এ অভিযোগের প্রমাণ পেলেও ছাড়া পেলেন অভিযুক্ত ৪ শিক্ষক। এছাড়া কোন শিক্ষার্থীর নম্বর নিয়ে সমস্যা হলে থার্ড এক্সামিনার দিয়ে খাতা দেখানোর নিয়ম রয়েছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষার্থীর খাতা প্রয়োজন ছাড়াই থার্ড এক্সামিনার দিয়ে দেখানো হয়েছে। নিয়ম অনুসারে, থার্ড এক্সামিনারকে দিয়ে খাতা দেখাতে হলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতি লাগে। এক্ষেত্রেও নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতি না নিয়েই খাতা থার্ড এক্সামিনারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে টেবুলেশন সিটে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরীক্ষা কমিটি মিলিয়ে মোট ৫ জনের স্বাক্ষরে রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়। সূত্র জানায়, টেবুলেশন সিটে ৫ জনের স্বাক্ষর ছাড়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অনেক আগেই তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কেন না যার সইয়ে আগে রেজাল্ট প্রকাশ হয়েছিল সেই উপউপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে কমিটির প্রধান করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোমহর্ষক এ ঘটনায় 'হাস্যকর শাস্তি' দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক 'সংবাদ'কে বলেন, পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে অনিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শক্ত অবস্থান না নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। তিনি বলেন, ৫২ ফার্স্ট ক্লাস ঘটনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তার অধিকাংশের উত্তর তদন্ত কমিটি দিতে পারেনি। তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তিনি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট যা যথাযথ মনে করেছে তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।